দামুড়হুদায় মৌসুমের প্রথম ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কৃষকের ক্ষেত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় আকস্মিক ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হাউলি ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কৃষকরা।

গত রোববার রাত ৯টার দিকে শুরু হওয়া এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভুট্টা, কলা ও পেঁপে বাগান। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন স্থানীয় চাষিরা। উপজেলা কৃষি অফিস বলছে, মাঠপর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ করছেন তারা।

কৃষকরা জানান, রোববার রাত ৯টার দিকে হঠাৎ করেই চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যায় আকস্মিক ঝড়। মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মাঠের পর মাঠের ফসল। অন্ধকার রাতে প্রকৃতির এই রুদ্ররূপে প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও, কৃষকের ঘাম ঝরানো শ্রমে গড়ে তোলা বাগান ও ফসলের ক্ষেত মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। দিনের আলো ফুটতেই বেরিয়ে আসে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন। কৃষকরা বলছেন, ফসল ঘরে তোলার ঠিক আগ মুহূর্তে এই দুর্যোগ তাদের পথে বসিয়ে দিয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, এই ঝড়ে ১০ হেক্টর জমির পেঁপে বাগান, ১২ হেক্টর জমির কলা বাগান, ৩ হেক্টর জমির গম এবং ২৫ হেক্টর জমির ভুট্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক বাগান ও ক্ষেতের একটি গাছও অক্ষত নেই।

তিনি আরও জানান, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে কৃষকদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীরা। তবে ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত আর্থিক অঙ্ক নির্ধারণে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

প্রকৃতির এই তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা এখন সরকারি আর্থিক সহায়তার আশায় প্রহর গুনছেন।

দর্শনায় কেরুজ ৯টি বাণিজ্যিক খামারে একযোগে আখ রোপন মৌসুমের উদ্বোধন

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলের ৯টি বাণিজ্যিক খামারে একযোগে ২০২৫-২৬ আখ রোপন মৌসুমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার ১লা সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টার দিকে আকন্দবাড়িয়া বাণিজ্যিক খামার,ফুরশেদপুর বাণিজ্যিক খামার, আড়িয়া বাণিজ্যিক খামার বেগমপুর বাণিজ্যিক খামার,ঝাঝরি বাণিজ্যিক খামার,ডিহি বাণিজ্যিক খামার, হিজলগাড়ি বাণিজ্যিক খামার,এস টিপি বেড তৈরি করে ২০২৫-২৬রোপন মৌসুমের শুভ উদ্ধোধন করেন।

কেরু চিনিকলের জিএম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়ার সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত থেকে একযোগে মিলের নিজস্ব জমিতে উদ্ধোধন করেন,কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান,এ সময় তিনি বলেন চিনিশিল্পটিকে টিকিয়ে রাখতে বেশি বেশি আখ লাগাতে হবে।আমরা ইতিমধ্যে চাষীদের জন্য ভালো মানের উন্নত বীজ নিয়ে এসেছি এতে করে চাষীরা লাভবান হয়।এবার আমরা পাবলিক ও কেরু বাণিজ্যিক খামার মিলে ৬ হাজার মেট্রিক টন আখ লক্ষমাত্রা নিয়ে কাজ করছি।

আমরা লক্ষমাত্রা পৃরন করতে পারবো।

তাই আগামী বছর চিনিকলটি বেশি দিন চলবে।এ সময় বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,ঢাকা সদর দপ্তরের উপব্যবস্থাপক (সিপিসিআর) আনোয়ার হোসেন, মহাব্যাবস্থাপক কারখানা সুমন কুমার, জি এম (প্রশাসন) ওমর আল ফারুক গালিব, ৯ টি (খামার ইনচার্জ) সুমন কুমার সাহা, ডিজিএম (বীজ) মো. দেলওয়ার হোসেন, সিপিও মাহবুবুর রহমান,আখরোপন সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ায় স্ব স্ব প্লটে মহান আল্লাহর কাছে বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করা হয়। চলতি মৌসুমে ৬হাজার একর জমিতে আখ রোপণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]